কুরআন মজীদ-এর কয়েকটি বিষয়-ভিত্তিক নির্বাচিত আয়াত

একটি আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী প্রকাশনা

প্রকাশক | আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশকাল | প্রথম বাংলা সংস্করণ :
ফাল্গুন, ১৩৯৪ বাঙ্গাব্দ
মার্চ ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
(আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে)
দ্বিতীয় সংস্করণ :
আষাঢ়, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
(আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে)

সংখ্যা | ২০০০ কপি

মুদ্রণে | **ইন্টারকন এসোসিয়েটস্**
৫৬/৫ ফকিরেরপুল বাজার, মতিঝিল, ঢাকা

পবিত্র কলেমা তৌহিদের প্রচার ও এর ভালোবাসার অপরাধে কঠোর শাস্তিপ্রাপ্ত, খোদার পথে দুঃখ ও শাহাদত-বরণকারী এবং মূর্তিমান বেলালী-রূহ আহ্‌মদী মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী-জুবিলী উপলক্ষে একটি অকৃত্রিম এবং পবিত্র উপহার।

কুরআন মজীদ-এর কয়েকটি বিষয় ভিত্তিক নির্বাচিত আয়াত

এই সংকলনে কুরআন মজীদ-এর বিষয়ভিত্তিক আয়াতসমূহ নির্বাচন করেছেন বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) । এই আয়াতসমূহের বাংলা তরজমা করেছেন মৌলবী মোহাম্মদ (প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর) এবং মাওলানা আবদুল আযীম সাদেক (সদর মুরব্বী), আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

মুখবন্ধ

পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াতের এক একটি সরল ও প্রকাশ্য অর্থ আছে এর ফলে যে কোন প্রাথমিক শিক্ষার্থীও কুরআন মজীদের তরজমা পাঠ করলে এর মহত্তম উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু না কিছু ধারণা লাভ করতে পারে। তাছাড়া এর প্রত্যেকটি আয়াত বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত অগণিত ধারার সমন্বয়ে গ্রথিত এমন এক ব্যবস্থার এক একটা অংশ, যার অভ্যন্তরে নিহিত আছে নানা অর্থ, নানা তত্ত্ব, যা গভীর হতে গভীরতর তাৎপর্যে ভরপুর এবং এ ধারাগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত থেকে এর প্রত্যেকটি আয়াতের বিষয়বস্তু তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াত ও অধ্যায়সমূহের সঙ্গে একটি বহুধাবিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থার ন্যায় নিরবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে।

এ বৈশিষ্ট্যের আলোকে যে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে ফুটে উঠে তা হল ঃ

(১) অনুবাদ যত অনবদ্য ও নির্ভরযোগ্যই হোক না কেন তা কুরআন করীমের ন্যায় অগণিত বিষয়বস্তু সম্বলিত ও তত্ত্ব-তাৎপর্যে সমৃদ্ধ কোন গ্রন্থের অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে মাত্র কিছুটা এগিয়ে দিতে পারে, বেশী নয়। বস্তুতঃ এরূপ দাবী করাটাই একটা কঠিন ব্যাপার যে, কেবল অনুবাদের মাধ্যমেই কুরআন মজীদের টেক্স্ট বা মূল-পাঠের সমস্ত বাণীকে পাঠকের নিকট তুলে ধরা যায়।

(২) উপরোক্ত কঠিন বিষয় থেকে আরও কঠিনতর বিষয় হচ্ছে, কোন একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআন করীমের কিছু সংখ্যক আয়াতকে নমুনাস্বরূপ নির্বাচিত করা এবং কেবলমাত্র সেই সমস্ত আয়াতকেই সেই বিষয়টিকে পূর্ণরূপে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক বলে বিবেচনা করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলা যেতে পারে। কুরআন করীমে প্রদত্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে যদি এর পবিত্র 'মতন' (টেক্স্ট) এর মধ্য হতে মাত্র গুটিকতক আয়াত চয়ণ করা হয়, তাহলে এটা পূর্বোল্লিখিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে কোন ক্রমেই সঙ্গত ও সমীচীন হবে না। তা ছাড়া, এর আর একটি কারণ হল, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে দর্শন বা ফিলোসফি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সূত্রে বলা হয়েছে, তা এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়।

যা হোক, আমরা যখন এ ব্যাপারটা চিন্তা করি যে, দুনিয়ার অধিক সংখ্যক লোক, যারা কৃষ্টিগত কিংবা গোষ্ঠীগতভাবে একে অপর হতে আলাদা এবং আলাদা আলাদা ভাষায় কথা বলে, তারা অদ্যাবধি এই পরম বিস্ময়কর গ্রন্থটি অধ্যয়নের কোন সুযোগ পায়নি, তখন এটা সহজেই পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, ব্যাপারটা কত গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিই এটা মর্মান্তিক ব্যাপার যে, বিগত চৌদ্দশো বছরের মধ্যে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ হয়েছে মাত্র ৬৫টি* ভাষায়। উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত

* উপরে বর্নিত বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত কুরআন করীমের যে পরিসংখ্যান প্রদর্শিত হয়েছে তা ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শতবার্ষিকী উদযাপন কালের যা পরবর্তীতে আরো অনেক সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

কুরআন করীমের যে পরিসংখ্যান প্রদর্শিত হয়েছে তা ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শতবার্ষিকী উদযাপন কালের যা পরবর্তীতে আরো অনেক সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, বাইবেল অনুদিত হয়েছে বাইবেল সোসাইটিগুলির মতে ১৮০৮টি ভাষায়।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি অতি উচ্চাভিলাষী ও মহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং তা হল, ১৯৮৯ সালের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পৃথিবীর অন্যূন ৫০টি বহুল প্রচলিত ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ সম্পন্ন করা।

এছাড়া, কুরআন করীমের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রস্তুত করার কাজের সঙ্গে সঙ্গে, আরও অন্যান্য ভাষা-ভাষীদের কাছে অন্ততঃ আংশিক হলেও যাতে এই পবিত্র গ্রন্থের অনুবাদ পৌঁছানো যায়, তারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের বিষয় ভিত্তিক কিছু কিছু যথোপযুক্ত আয়াত সংকলিত করা হয়েছে যাতে এমন সব পাঠকের কাছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার খানিকটা তুলে ধরা যায়, যারা ইসলাম সম্পর্কে খুব সামান্যই অবহিত কিংবা অবহিত নন।

আমরা আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে, এ উদ্যোগ মানুষের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণে অনেকাংশে সক্ষম হবে এবং তা সেই পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত সম্পর্কে জানবার বাসনাকে জাগ্রত করবে যা সন্নিবিষ্ট রয়েছে নিশ্চিত ঐশী প্রত্যাদেশ গ্রন্থ আল্-কুরআনে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচ্য সংকলনে আয়াত চয়ণ করা হয়েছে ঃ

(১) আল্লাহ্
(২) ফেরেশ্‌তা
(৩) কুরআন মজীদ
(৪) নবী-রসূল
(৫) ইসলামের মহানবী (সাঃ)
(৬) ইবাদত
(৭) রোযা
(৮) আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানী
(৯) হজ্জ ও কা'বা শরীফ
(১০) সমগ্র মানবজাতির নিকট পবিত্র বাণীর প্রচার
(১১) শিষ্টাচার, নীতিবোধ ও রীতিনীতি
(১২) ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল নীতি
(১৩) জিহাদ– আল্লাহ্‌র পথে চরম প্রচেষ্টা
(১৪) মুমেনদের গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
(১৫) নর ও নারীর অধিকার

(১৬) সুদ সম্বন্ধীয় নিষেধাজ্ঞা
(১৭) ভবিষ্যদ্বাণী
(১৮) প্রাকৃতিক জগত সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ
(১৯) আল্-কুরআনে প্রদত্ত কয়েকটি প্রার্থনা
(২০) সহজে মুখস্ত করার জন্য কয়েকটি ছোট সূরা

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে নিখিল বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত ইতিমধ্যেই নিম্নলিখিত ভাষাসমূহে কুরআন মজীদের অনুবাদ কাজ সম্পন্ন করেছে ঃ

বাংলা, ডেনিশ, ডাচ, ইংরেজী, ফান্তি, ফিজিয়ান, ফরাসী, জার্মানী, গুরুমুখী, হাওসা, হিন্দী, ইন্দোনেশীয়ান, তুর্কী, ইটালিয়ান, কিকুয়ু, লুগাণ্ডা, পর্তূগীজ, রাশিয়ান, স্প্র্যান্টো, সোয়াহিলী, সুইডিশ, উর্দ্দু এবং ইয়োরোবা ।

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আরও ২১টি ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ প্রকাশের পথে এবং খোদাতা'লার ফযলে খুব শীঘ্রই আমরা এসব অনুবাদ ছাপাইয়া প্রকাশ করতে পারব । প্রকাশিতব্য এ সব অনুবাদ হচ্ছে ঃ

আলবেনিয়ান, আসামী, উড়িয়া, চীনা, গুজরাটি, জাপানী, কোরিয়ান, মলয়ালাম, মানদালী, মারাঠী, নরওয়েজিয়ান, পুশতু, পোলিশ, সিন্ধি, স্পেনিশ, তামিল, তেলেগু, তুর্কী, ভিয়েতনামী, কানরী এবং বাংলা ।

বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত কুরআন করীমের ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে এর প্রকাশক অথবা সেই দেশের আহ্মদীয়া মুসলিম মিশনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে ।

বলা আবশ্যক যে, বর্তমান সংকলনে বিষয়ভিত্তিক যেসব শিরোনাম দেয়া হয়েছে, সেগুলো কুরআন মজীদের মূল পাঠের মধ্য হতে হুবহু উদ্ধৃত কোন অংশ নয় । সেজন্যই এগুলো আলাদা করে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে । (কেননা, কুরআন করীমে অনুরূপ বিষয়ভিত্তিক কোন শিরোনাম ব্যবহার করা হয়নি) ।

এ গ্রন্থে সংকলিত আয়াতগুলো চয়ন করেছে নিখিল বিশ্ব আহ্মদীয়া জামা'তের প্রধান অর্থাৎ ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহ্মদ সাহেব (রাহেঃ) ।

খাকসার

এম, এ, সাকী
এডিশনাল উকিলুত তসনিফ ও
সেক্রেটারী প্রকাশনা, লণ্ডন ।

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	আল্লাহ্	১
২।	ফিরিশতা	২
৩।	কুরআন মজীদ	১০
৪।	নবী-রসূল	১৫
৫।	ইসলামের মহানবী (সাঃ)	২২
৬।	ইবাদত (উপাসনা)	২৬
৭।	রোযা	২৮
৮।	আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানী	৩০
৯।	হজ্জ ও কা'বা শরীফ	৩৪
১০।	সমগ্র মানবজাতির নিকট পবিত্র বাণীর প্রচার	৩৭
১১।	শিষ্টাচার, নীতিবোধ ও রীতিনীতি	৪০
১২।	ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি	৪৬
১৩।	জিহাদ–আল্লাহ্‌র পথে পরম প্রচেষ্টা	৪৮
১৪।	মুমেনের গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	৫২
১৫।	নর ও নারীর অধিকার	৫৬
১৬।	সুদ সম্বন্ধীয় নিষেধাজ্ঞা	৫৮
১৭।	ভবিষ্যদ্বাণী	৬১
১৮।	প্রাকৃতিক জগত সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ	৬৫
১৯।	আল-কুরআনে প্রদত্ত কয়েকটি প্রার্থনা	৬৯
২০।	সহজে মুখস্ত করার জন্য কয়েকটি ছোট সূরা	৭৩

আল্লাহ্

الله (আল্লাহ্) শব্দটি পরমসত্তার নাম। আরবী ভাষায় এ শব্দটি কখনও কোন বস্তু বা সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয় না। অন্য ভাষায় ও ধর্মে আল্লাহ্র জন্য যে সকল নাম ব্যবহৃত হয় সেগুলো সিফাতি অর্থাৎ গুণবাচক বা বর্ণনামূলক এবং সেগুলো প্রায়শঃ বহুবচনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ শব্দটি কখনও বহুবচনে ব্যবহৃত হয় না। বাংলা ভাষায় আল্লাহ্ নামের কোন সমার্থক শব্দ না থাকায় অনুবাদের সর্বাংশে আল্লাহ্ শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

আল্লাহ্

১-সূরা আল্-ফাতিহাঃ ১-৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। স্বত: প্রণোদিত অসীম দাতা, পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ②

২। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ③

৩। স্বত:প্রণোদিত অসীম দাতা, পরম করুণাময়,

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ④

৪। বিচার দিবসের মালিক।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ⑤

৫। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑥

৬। আমাদের সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর,

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ⑦

৭। তাদের পথে যাদের তুমি পুরস্কার দিয়েছ, যারা (তোমার) কোপানলে পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।

৫৭-সূরা আল্-হাদীদ ঃ ২-৮

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

২। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ③

৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আধিপত্য তাঁরই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। আর তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ④

৪। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত। আর তিনিই সব বিষয়ে জ্ঞাত।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٤

৫। তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হলেন। পৃথিবীতে যা প্রবেশ করে এবং এ থেকে যা বের হয়, আকাশ থেকে যা অবতীর্ণ হয় এবং এতে যা উঠে যায় (সব) তিনি জানেন। আর যেখানেই তোমরা যাও তিনি তোমাদের সাথে থাকেন। আর তোমরা যা-ই কর আল্লাহ্ তা পুরোপুরি দেখেন।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٥

৬। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আধিপত্য তাঁরই এবং সব বিষয় আল্লাহ্র দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হয়।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ؕ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٦

৭। তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান। আর অন্তরের সব কথা তিনি পুরোপুরি জানেন।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝٧

৮। তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন। আর তিনি তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে খরচ কর। আর তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং (আল্লাহ্র পথে) খরচ করে তাদের জন্য রয়েছে বড় পুরস্কার।

৬৪-সূরা আত্-তাগাবুন ঃ ২-৫

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢

২। আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, (সবই) আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আধিপত্য তাঁরই। আর সব প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٣

৩। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এরপর তোমাদের কোন কোন ব্যক্তি অস্বীকারকারী হয় এবং তোমাদের কোন কোন ব্যক্তি মু'মিন হয়। আর তোমরা যা কর (তা) আল্লাহ্ পুরোপুরি দেখেন।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣

৪। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন এবং তোমাদের গঠনকে করেছেন অতি সুন্দর। আর (অবশেষে) তাঁরই দিকে হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٤

৫। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তিনি (তা) জানেন। আর তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা (ও) তিনি জানেন। আর অন্তরের কথাও আল্লাহ্ পুরোপুরি জানেন।

৬-সূরা আল্-আনআম ঃ ৯৬-১০১

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۗ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ ۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝٩٦

৯৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ শস্যবীজ ও আঁটিসমূহের অঙ্কুরোদগমকারী। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং (তিনিই) জীবিত থেকে মৃতকে বের করে আনেন। ইনি হলেন তোমাদের আল্লাহ্। অতএব তোমাদের কোন পথে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۗ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٩٧

৯৭। তিনি ঊষার উন্মেষকারী। আর তিনি রাতকে স্থির করে বানিয়েছেন অথচ সূর্য ও চন্দ্র এক হিসেবের অধীনে ঘূর্ণায়মান রয়েছে। এ হলো মহা পরাক্রমশালী (ও) সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্র) অমোঘ বিধান।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٩٨

৯৮। আর তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন যেন এগুলোর মাধ্যমে তোমরা জল ও স্থলের ঘোর আঁধারে পথ খুঁজে পাও। নিশ্চয় আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি।

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ۝٩٨

৯৯। আর তিনিই তোমাদের একই জীবসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি (তোমাদের জন্য) এক অস্থায়ী আবাস ও স্থায়ী নিরাপত্তার স্থান (বানিয়েছেন)। নিশ্চয় আমরা সেসব লোকের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি যারা অনুধাবন করে।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٩٩

১০০। আর তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এরপর আমরা তা দিয়ে সব ধরনের উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি। এরপর আমরা তা থেকে সবুজ তরুলতা উৎপন্ন করেছি যা থেকে সুবিন্যস্ত শস্যদানা উৎপন্ন করে থাকি। আর (আমরা) খেজুর গাছের মাথি থেকে ফলভারে অবনত কাঁদিসমূহ উৎপন্ন করি এবং এভাবেই আঙ্গুরের বাগান, জলপাই ও ডালিম (উৎপন্ন করি) যার (কোন কোনটি) পরস্পর সদৃশ এবং (কোন কোনটি) বিসদৃশ। এগুলোর ফলের প্রতি তোমরা লক্ষ্য কর যখন এতে ফল ধরে এবং তা পরিপক্ক হয়। নিশ্চয় এসবের মাঝে এমন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান আনে।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝١٠٠

১০১। আর তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে জিন্‌কে শরীক করে, অথচ তিনিই এদের সৃষ্টি করেছেন। আর তারা কোন জ্ঞান ছাড়াই তাঁর প্রতি পুত্র ও কন্যা আরোপ করে। তিনি পরম পবিত্র। আর তারা যা বর্ণনা করে তিনি এসবের বহু উর্ধ্বে।

২-সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ২৫৬

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝٢٥٥

২৫৬। (তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা ও চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পেছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না, তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (সে টুকু ছাড়া)।

আল্লাহ্

৫৯-সূরা আল্-হাশ্‌র ঃ ২৩-২৫

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿۲۲﴾

২৩। তিনি আল্লাহ্। তিনি ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। (তিনি) অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি স্বত:প্রণোদিত অসীম দাতা, পরম করুণাময়।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৪। তিনি আল্লাহ্। তিনি ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। (তিনি) অধিপতি, অতি পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রতিবিধানকারী, (এবং) অতীব মর্যাদাবান। তারা যা শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۴﴾

২৫। তিনিই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির সূচনাকারী (ও) যথাযথ আকৃতিদাতা। সব সুন্দর নামই তাঁর। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়।

ফিরিশ্‌তা

আরবী ভাষায় ফিরিশ্‌তার জন্য সাধারণতঃ مَلَكٌ (মালাক) শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যার অর্থ সংবাদ বাহক বা প্রতিনিধি। ফিরিশ্‌তা সৃষ্টির উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী বহন করে আনে এবং তাঁর ইচ্ছাকে নিখিল বিশ্ব চরাচরে বাস্তবায়িত করে। কাজেই ফিরিশ্‌তারা হচ্ছে সেই নিয়মের এক অংশ. যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাঁর ইচ্ছাকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় জগতে কার্যকরী করে থাকেন।

আধ্যাত্মিক জগতে ফিরিশ্‌তাদের প্রভাব কোন মধ্যস্থতা ছাড়াই প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী হয়; তাই ফিরিশ্‌তাদের ওপর ঈমান না আনার অর্থ হবে মানুষের নিকট ঐশী জ্যোতিঃ আসার পথ রুদ্ধ করে দেয়া।

ফিরিশ্‌তা

৩৫–সূরা আল্‌-ফাতির ঃ ২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢

২। সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি দুই দুই, তিন তিন এবং চার চার ডানাবিশিষ্ট (অর্থাৎ শক্তিবিশিষ্ট) ফিরিশ্‌তাদের বার্তাবাহকরূপে নিযুক্তকারী। সৃষ্টিকে তিনি যত ইচ্ছা বাড়ান। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২–সূরা আল্‌-বাকারাহ্‌ ঃ ৯৮-৯৯

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٩٧

৯৮। তুমি বল, 'যে-ই জিবরাঈলের শত্রু (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় সে-ই আল্লাহ্‌র আদেশে এ (কুরআনকে) তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ করেছে। এ (কুরআন) সেই (বাণীর) সত্যায়নকারী যা এর সামনে রয়েছে এবং যা মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝٩٨

৯৯। যে-ই আল্লাহ্‌, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর রসূলগণ এবং জিব্‌রাঈল ও মীকাঈলের শত্রু, সেক্ষেত্রে (সে আরো জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ (এরূপ) অস্বীকারকারীদের শত্রু।'

২–সূরা আল্‌-বাকারাহ্‌ ঃ ১৭৮

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ

১৭৮। তোমাদের পূর্ব ও পশ্চিম মুখী হওয়ার মধ্যে কোন পুণ্য নেই। বরং প্রকৃত পুণ্যবান সে-ই, যে আল্লাহ্‌, পরকাল, ফিরিশ্‌তা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁরই ভালোবাসায় আত্মীয়স্বজন, এতীম, দরিদ্র, পথিক ও সাহায্য প্রার্থীদের এবং দাস-মুক্তির ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ দান করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। আর (তারাও পুণ্যবান) যারা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলে নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং

অভাবঅনটন ও দুঃখকষ্ট এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল থাকে। এরাই নিষ্ঠা দেখিয়েছে এবং এরাই মুত্তাকী।

فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

২–সূরা আল্‌-বাকারাহ্‌ ঃ ২৮৬

২৮৬। এ রসূল তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এতে (সে নিজেও) ঈমান এনেছে এবং মু'মিনরাও (ঈমান এনেছে)। (এদের) প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তা, তাঁর কিতাব ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান রাখে (এবং বলে), 'আমরা তাঁর রসূলদের কারও মাঝে পার্থক্য করি না'। আর তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তোমারই কাছে ক্ষমা (চাই) এবং তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে।'

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

২২–সূরা আল্‌-হাজ্জ্‌ ঃ ৭৬

৭৬। আল্লাহ্‌ ফিরিশ্‌তাদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকেও (তাঁর) রসূলদের মনোনীত করে থাকেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾

৪–সূরা আন্‌-নিসা ঃ ১৩৭

১৩৭। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তিনি তাঁর রসূলের প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং সে কিতাবেও (ঈমান আন) যা তিনি এর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। আর আল্লাহ্‌, তাঁর ফিরিশ্‌তা, কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলবৃন্দ এবং শেষ দিবসকে যে অস্বীকার করে সে নিশ্চয় গভীর পথভ্রষ্টতায় হারিয়ে গেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

কুরআন মজীদ

الْقُرْاٰن (আল্ কুরআন) মানব জাতির জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ সর্বশেষ শরীয়ত বা জীবন বিধান। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এই গ্রন্থের নামকরণ করেছেন কুরআন, যার অর্থ পুনঃ পুনঃ পঠনীয়। নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে কুরআন মজীদই একমাত্র কিতাব, যা সর্বাপেক্ষা বেশী পাঠ করা হয়। কুরআন শব্দটির মধ্যে এই অর্থও নিহিত রয়েছে যে, এই গ্রন্থ বা এই বাণী সমগ্র মানব জাতির কাছে প্রচার করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। কুরআন মজীদই একমাত্র ঐশী কিতাব যা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য সর্বতোভাবে উন্মুক্ত। অপরদিকে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো নির্দিষ্ট যুগ ও নির্দিষ্ট মানব গোষ্ঠির জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু একমাত্র কুরআন মজীদই সকল যুগ এবং সমগ্র মানব গোষ্ঠির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। (৩৪ঃ২৯)।

কুরআন মজীদ

২-সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ২-৩

الٓمّٓ ﴿٢﴾

২। আনাল্লাহু আ'লামু, অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি।

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣﴾

৩। এ সেই পূর্ণাঙ্গ কিতাব। এতে কোন সন্দেহ নেই। (এ হলো) মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত (অর্থাৎ পথ-নির্দেশক),

৫৬-সূরা আল্-ওয়াক্বি'আ ঃ ৭৮-৭৯

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٨﴾

৭৮। নিশ্চয় এ এক সম্মানিত কুরআন,

فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٩﴾

৭৯। (যা) এক সুরক্ষিত কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে।

৯৮-সূরা আল্-বাইয়্যিনাহ্ ঃ ৪

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٤﴾

৪। এতে চিরস্থায়ী শিক্ষা রয়েছে।

৩৯-সূরা আল্-যুমার ঃ ২৪

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

২৪। এক সাদৃশ্যপূর্ণ (এবং) বার বার পঠনীয় কিতাবের আকারে আল্লাহ্ সর্বোত্তম বাণী অবতীর্ণ করেছেন। যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে, এ (বাণী পড়ে) তাদের শরীর শিউরে ওঠে। এরপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহ্কে স্মরণ করার জন্য (অনুরাগী হয়ে) কোমল হয়ে পড়ে। এ (কুরআন) হলো আল্লাহ্র হেদায়াত। তিনি এর মাধ্যমে যাকে চান পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই।

৪৩-সূরা আল্-যুখরুফ ঃ ২-৫

حٰمٓ ﴿٢﴾

২। হামীদুন মাজীদুন, অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী, সম্মানের অধিকারী।

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٣﴾

৩। সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী এ কিতাবের কসম,

إِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٣

৪। নিশ্চয় আমরা এটিকে প্রাঞ্জল ও সমৃদ্ধ কুরআন বানিয়েছি যেন তোমরা বুঝতে পার।

وَإِنَّهٗ فِيْٓ أُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝٥

৫। আর নিশ্চয় এটি (অর্থাৎ কুরআন) উম্মুল কিতাবে রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টিতে অবশ্যই অতি মহিমান্বিত, প্রজ্ঞাময়।

৩৩-সূরা আল্ আহ্যাব ঃ ৭৩-৭৪

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۝٧٢

৭৩। নিশ্চয় আমরা আমানতকে (কুরআনী শরীয়তের) আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং পাহাড়পর্বতের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম। কিন্তু এরা তা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং এতে ভয় পেলো। কিন্তু পূর্ণমানব তা বহন করলো। নিশ্চয় সে পরিণতির কথা না ভেবেই (নিজের প্রতি) অতি নির্দয় আচরণ করে।

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٧٣

৭৪। (শরীয়ত বহনের দায়িত্ব অর্পণের) মাধ্যমে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ এবং মুশরিক নারীদের আযাব দেবেন এবং আল্লাহ্ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের (তওবা গ্রহণ করে) তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দেবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

১৭-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৯-৯০

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى أَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۝٨٨

৮৯। তুমি বল, 'সব মানুষ এবং জিনও যদি এ কুরআনের অনুরূপ (কিছু) নিয়ে আসার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ (কোন কিছু) আনতে পারবেনা, যদি তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয় (তবুও নয়)।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبٰٓى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا ۝٨٩

৯০। আর আমরা মানুষের জন্য নিশ্চয় এ কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টান্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছি। তবুও অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতার দরুন (তা) অস্বীকার করলো।

কুরআন মজীদ

১১-সূরা আল্-হূদ ঃ ১৮

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ
وَمِن قَبْلِهِ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ
مَوْعِدُهُۥ ۚ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۖ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

১৮। যে-ব্যক্তি তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছে এবং যার পরে তাঁর পক্ষ থেকে (সত্যায়নকারীরূপে) একজন সাক্ষী আসবে এবং যার পূর্বে পথনির্দেশক ও রহমতরূপে মূসার কিতাব রয়েছে, সেক্ষেত্রে সে কি (করে মিথ্যা দাবীদার হতে পারে)? তারা তার প্রতি ঈমান আনবে। আর বিভিন্ন দল থেকে যে-ই তাকে অস্বীকার করবে আগুনই হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি এ বিষয়ে কোন সন্দেহে থেকো না। নিশ্চয় এ-ই হলো তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

৬-সূরা আল্-আন'আম ঃ ৯৩

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ
يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۔۔۔۔۔

৯৩। আর এটি এমন এক কল্যাণময় কিতাব যা আমরা অবতীর্ণ করেছি; যা এর পূর্ববর্তী (বাণী)-র সত্যায়নকারী, যেন তুমি জনপদসমূহের মূলকেন্দ্র ও এর চারদিকের অধিবাসীদের সতর্ক করতে পারে।

৫-সূরা আল্-মায়েদা ঃ ৪

۔۔۔۔۔ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ ۔۔۔۔۔

৪। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পন্ন করলাম। আর আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।

কুরআন মজীদ

৬-সূরা আল্-আন'আম ঃ ১৫৬

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

১৫৬। আর এ (কুরআন) অতি কল্যাণময় কিতাব যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা যায়।

১৭-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৩

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝

৮৩। আর আমরা কুরআনের (সেই শিক্ষা) অবতীর্ণ করি, যা মু'মিনদের জন্য নিরাময় ও কৃপাবিশেষ। আর এটা কেবল যালেমদের ক্ষতিকেই বাড়িয়ে দেয়।

নবী-রসূল

পবিত্র কুরআন দাবী করে যে, অতীতে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক জাতির জন্য হেদায়াত বা পথনির্দেশের ব্যবস্থা করেছেন। তাই এটি সকল নবী-রসূলের সত্যতা এবং ধর্ম-পরায়ণতা সাব্যস্ত করে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ জাতির সংশোধন ও পথ-প্রদর্শনের জন্য নবী-রসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। মহানবী (সাঃ) হলেন সর্বশেষ শরীয়তধারী নবী এবং এ কারণে ইসলামের বাণী পূর্ববর্তী সকল বিধানকে আত্মস্থ ও অধিগ্রহণ করেছে এবং সেগুলোর কার্যকারীতা লোপ করে দিয়েছে। অবশ্যই নবুওয়ত সচল রয়েছে, কিন্তু একমাত্র ইসলামের অভ্যন্তরে। এখন নবীর আবির্ভাব হবে কেবলমাত্র মহানবী (সাঃ) এর পূর্ণ আনুগত্যের ফলে তাঁরই জ্যোতিকে প্রতিফলিত করার জন্য; কোন নতুন শরীয়ত বা বিধান আনার জন্য নয়।

পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র নবুওয়তের ইতিবাচক বিষয়ই বর্ণনা করেনি, অধিকন্তু এটা নবীদের বিরুদ্ধবাদীদের চরিত্রকেও চিত্রিত করেছে। ফেরাউন হল প্রত্যেক নবীর বিরোধী শক্তির কুরআনে বর্ণিত প্রতীক।

নবী-রসূল

২২–সূরা আল্-হাজ্জ্ ঃ ৭৬

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

৭৬। আল্লাহ্ ফিরিশ্তাদের মাঝ থেকে এবং মানুষের মাঝ থেকেও (তাঁর) রসূলদের মনোনীত করে থাকেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

১৬–সূরা আন্-নাহ্ল ঃ ৩৭

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ
وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ
فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

৩৭। আর প্রত্যেক উম্মতে আমরা (কোন না কোন) রসূল অবশ্যই (এ আদেশ দিয়ে) পাঠিয়েছি, 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং প্রতিমা (পূজা) পরিহার কর।' অতএব তাদের কোন কোন লোককে আল্লাহ্ হেদায়াত দিলেন এবং তাদের কারও কারও জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হলো। সুতরাং তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দেখ প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল!

২-সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ৩১

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ
قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৩১। আর (স্মরণ কর) তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন ফিরিশ্তাদের বললেন, 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে এক খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি' তারা বললো, 'তুমি কি এতে এমন কাউকে নিযুক্ত করবে, যে এতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই তোমার প্রশংসাসহ গুণকীর্তন করি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।'

৪–সূরা আন্-নিসা ঃ ১৬৪-১৬৫

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ
مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَ
اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ

১৬৪। নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি সেভাবে ওহী করেছি যেভাবে আমরা নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের প্রতি ওহী করেছিলাম। আর আমরা ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্, ইয়াকূব এবং

وَيُونُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۚ

(তার) বংশধরদের প্রতি এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের প্রতিও ওহী করেছিলাম। আর দাউদকে আমরা যবূর দিয়েছিলাম।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۭ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۚ

১৬৫। আর এমন অনেক রসূল আছে যাদের বৃত্তান্ত তোমার কাছে আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আর এমন অনেক রসূলও আছে যাদের বৃত্তান্ত তোমার কাছে আমরা বর্ণনা করি নি। আর আল্লাহ্ মূসার সাথে অনেক কথা বলেছিলেন।

২-সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ১২৫

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۭ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۭ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۭ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ○

১২৫। আর (স্মরণ কর) ইব্রাহীমকে যখন তার প্রভু-প্রতিপালক কয়েকটি আদেশবাণী দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন এবং সে তার সবই পরিপূর্ণভাবে (পালন) করেছিল। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম নিযুক্ত করবো।' সে বললো, 'আমার বংশধর থেকেও (ইমাম নিযুক্ত করো)'। তিনি বললেন, 'সীমা লংঘনকারীদের ক্ষেত্রে আমার অঙ্গীকার প্রযোজ্য হবেনা।'

২-সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ৮৮

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۡ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۭ اَفَكُلَّمَا جَاۗءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۡ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ○

৮৮। আর নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূল পাঠিয়েছি। আর ঈসা ইবনে মরিয়মকেও আমরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়েছি এবং রূহুল কুদুস দিয়ে তাকে সাহায্য করেছি। তবে কি তোমাদের কাছে যখনই কোন রসূল এমন কিছু নিয়ে আসবে যা তোমাদের মনঃপূত না হলে তোমরা অহংকার করবে এবং তোমরা তাদের একাংশকে প্রত্যাখ্যান করবে আর একাংশকে হত্যা করবে?

নবী-রসূল

১০-সূরা আল্-ইউনুস ঃ ৯১-৯৩

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝۹۰

৯১। আর আমরা বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করালাম। আর ফেরাউন ও তার বাহিনী অসৎ উদ্দেশ্য ও শত্রুতাবশত তাদের পিছু ধাওয়া করলো। অবশেষে সে যখন ডুবে যেতে লাগলো তখন সে বললো, 'আমি ঈমান আনলাম (যে) তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যাঁর প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত (হলাম)।'

آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝۹۱

৯২। এত বিলম্বে! অথচ ইতোপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করেছিলে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের একজন ছিলে।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ۭ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۝۹۲

৯৩। অতএব আজ আমরা তোমাকে তোমার দেহের মাধ্যমে রক্ষা করবো, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য এক নিদর্শন হতে পার। আর নিশ্চয় অধিকাংশ মানুষ আমাদের নিদর্শন সম্বন্ধে উদাসীন।

১৯-সূরা আল্-মারইয়াম ঃ ১৭-৩৫

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝۱۶

১৭। আর এ কিতাবে তুমি মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণনা কর। (স্মরণ কর) সে যখন তার পরিবারপরিজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে চলে গেলো,

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۡ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝۱۷

১৮। এরপর সে নিজের ও তাদের মাঝে পর্দা টেনে দিলো। তখন আমরা আমাদের ফিরিশ্তাকে তার কাছে পাঠালাম এবং সে তার সামনে এক সুস্থসবল মানুষের আকার ধারণ করলো।

قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝۱۸

১৯। সে (অর্থাৎ মরিয়ম) বললো, 'তুমি খোদাভীরু হয়ে থাকলে জেনে রেখো, আমি তোমার অনিষ্ট থেকে রহমান প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

২০। সে (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা) বললো, 'আমি তোমাকে এক পবিত্র পুত্র (সন্তানের সুসংবাদ) দান করার জন্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের বাণীবাহক মাত্র।'

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

২১। সে বললো, 'কিরূপে আমার পুত্র হবে যেক্ষেত্রে কোন পুরুষই আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই'?

قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

২২। সে বললো, 'এভাবেই'। তোমার প্রভু-প্রতিপালক বলছেন, 'এ কাজ আমার জন্য সহজ। (আর আমরা তাকে সৃষ্টি করবো) যেন আমরা তাকে মানুষের জন্য নিদর্শন এবং আমাদের পক্ষ থেকে কৃপার (কারণ) করে দেই। আর এ হলো একটি নির্ধারিত বিষয়।'

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

২৩। অতএব সে তাকে (গর্ভে) ধারণ করলো এবং তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে সরে গেল।

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

২৪। এরপর তার প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের কান্ডের দিকে যেতে বাধ্য করলো। সে বলল, 'হায়! এর পূর্বেই যদি আমি মরে যেতাম এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম'।

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾

২৫। তখন সে (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা) তাকে তার (অবস্থানস্থলের) নিচের দিক থেকে ডেকে (বললো), 'তুমি দুশ্চিন্তা করোনা। তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমার পাদদেশ দিয়ে এক ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন।

وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

২৬। আর খেজুর গাছের ডাল ধরে তুমি নিজের দিকে ঝাঁকুনি দাও। সেটা তোমার জন্য তাজা পাকা খেজুর ঝরাবে।

فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

২৭। অতএব তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। আর তুমি কোন মানুষ দেখলে বলো, 'নিশ্চয় আমি রহমান প্রভুর জন্য রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কোন মানুষের সাথে কোন কথা বলবো না'।

فَأَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٨﴾

২৮। এরপর সে (বাহনে) উঠিয়ে তাকে (অর্থাৎ ঈসাকে) তার জাতির কাছে নিয়ে এলো। তারা বললো, 'হে মরিয়ম! তুমি নিশ্চয় অত্যন্ত মন্দ কাজ করেছো।

يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٩﴾

২৯। হে হারূনের বোন! তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিল না এবং তোমার মাও ব্যভিচারিণী ছিল না'।

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٣٠﴾

৩০। তখন সে তার (অর্থাৎ ঈসার) দিকে ইঙ্গিত করলো। তারা বললো, 'দোলনার এক শিশুর সাথে আমরা কিরূপে কথা বলবো'?

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ؗ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ﴿٣١﴾

৩১। সে (অর্থাৎ ঈসা) বললো, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র এক বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন।

وَجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣٢﴾

৩২। আর আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে কল্যাণমন্ডিত করেছেন। আর আমি যতদিন জীবিত থাকি তিনি আমাকে নামায ও যাকাত (আদায় করার) তাগিদ দিয়েছেন।

وَّبَرًّا بِوَالِدَتِىْ ۖ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٣﴾

৩৩। আর তিনি আমাকে আমার মায়ের প্রতি সদাচারী (বানিয়েছেন) এবং তিনি আমাকে উগ্র ও কঠোর করেননি।

وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٤﴾

৩৪। আর আমার ওপর শান্তি (বর্ষিত হয়েছিল) যেদিন আমি জন্মেছিলাম, যেদিন আমি মারা যাবো এবং যেদিন আমাকে জীবিত করে উত্থিত করা হবে (সেদিনও আমার ওপর শান্তি বর্ষিত হবে)।'

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। এ হলো মরিয়মের পুত্র ঈসা। (এটাই) সেই সত্য বিবরণ, যার সম্পর্কে তারা সন্দেহ করছে।

৩-সূরা আলে-ইমরান ঃ ৮২

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا

৮২। আর (স্মরণ কর) আল্লাহ্ যখন (আহলে কিতাবের কাছ থেকে) সব নবীর (মাধ্যমে এই) অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'আমি কিতাব ও প্রজ্ঞা থেকে যা-ই তোমাদের দেই, এরপর তোমাদের

مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ۭ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰي ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ۭ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ۭ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

কাছে যা রয়েছে, এর সত্যায়নকারী কোন রসূল তোমাদের কাছে এলে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ বিষয়ে আমার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে'? তারা বললো, '(নিশ্চয়) আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম'।

৩৩-সূরা আল্-আহ্যাব ঃ ৮

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۠ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۙ

৮। আর (স্মরণ কর) আমরা যখন নবীদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমার কাছ থেকেও এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার কাছ থেকেও (অঙ্গীকার নিয়েছিলাম)। আমরা এদের সবার কাছ থেকে নিয়েছিলাম এক সুদৃঢ় অঙ্গীকার।

ইসলামের মহানবী (সাঃ)

ইসলামের মহানবী (সাঃ) ৫৭০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ অর্থাৎ প্রশংসিত। যখন তিনি ৩০ বছর বয়স অতিক্রম করেন, তখন আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি ভালোবাসা তাঁকে অধিক থেকে অধিকতর আবিষ্ট করতে থাকে। মক্কার জনগণের বহু ঈশ্বরবাদ এবং নানা প্রকার পাপাচারের বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল এবং তিনি মক্কা হতে ২/৩ মাইল দূরে অবস্থিত এক পর্বত গুহায় নিয়মিত ধ্যান সাধনা করতে লাগলেন। যখন তাঁর বয়স ৪০ বছর, তখন তিনি সেখানে প্রথম ওহী লাভ করেন। কুরআনের এই প্রারম্ভিক আয়াতগুলোতে (৯৬ঃ২-৬) তিনি এক আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করতে আদিষ্ট হলেন যিনি মানব সৃষ্টি করেছেন এবং এই আয়াতগুলোর মধ্যে এ ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে যে, জগতকে কলমের মাধ্যমে সকল প্রকারের জ্ঞান দান করা হবে। এ কয়েকটি আয়াতে কুরআন করীমের শিক্ষার একটি সারসংক্ষেপ নিহিত।

ইসলামের মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে কয়েকটি নির্বাচিত আয়াত উল্লেখ করা হল।

ইসলামের মহানবী (সাঃ)

৩৩-সূরা আল্-আহ্যাব ঃ ৪৬-৪৮

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ﴿٤٥﴾

৪৬। হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি এক সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে

وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং আল্লাহ্র দিকে তাঁর আদেশের এক আহ্বানকারী ও দীপ্তিমান সূর্যরূপে।

وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضۡلٗا كَبِيرٗا ﴿٤٧﴾

৪৮। আর তুমি মু'মিনদের সুসংবাদ দাও, নিশ্চয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে অনেক বড় অনুগ্রহ।

৭-সূরা আল্-আ'রাফ ঃ ১৫৯

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯। তুমি বল, 'হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার জন্য আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী আল্লাহ্র রসূল। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যুও দেন। অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ এবং তাঁর এ রসূল উম্মী নবীর ওপর; যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীসমূহে ঈমান রাখে এবং তোমরা তাকে অনুসরণ কর যাতে তোমরা হেদায়াত লাভ কর।'

৩৪-সূরা আল্-সাবা ঃ ২৯

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানেনা।

৬৮-সূরা আল্-ক্বালাম ঃ ৪-৫

وَإِنَّ لَكَ لَأَجۡرًا غَيۡرَ مَمۡنُونٖ ﴿٣﴾

৪। আর তোমার জন্য নিশ্চয় অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে।

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ﴿٤﴾

৫। আর নিশ্চয় তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর অধিষ্ঠিত।

ইসলামের মহানবী (সাঃ)

৩৩-সূরা আল্-আহ্যাব ঃ ৪১

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ
اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

৪১। মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মাঝে কারও পিতা নয়। কিন্তু (সে) আল্লাহ্‌র রসূল ও নবীদের মোহর। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয় পুরোপুরি অবগত।

৩৩-সূরা আল্-আহ্যাব ঃ ২২

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

২২। নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যে আল্লাহ্ ও পরকাল সম্পর্কে আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অনেক বেশি স্মরণ করে।

৩৩-সূরা আল্-আহ্যাব ঃ ৫৭

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

৫৭। নিশ্চয় আল্লাহ্ এ নবীর প্রতি রহমত পাঠান এবং তাঁর ফিরিশ্‌তারাও (এ নবীর জন্য দোয়া করে)। হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ এবং অনেক সালাম পাঠাও।

৪৮-সূরা আল্-ফাতহ্ ঃ ৩০

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ
أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ
فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ
الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

৩০। মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল। আর যারা তার সাথে আছে তারা অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর (এবং) পরস্পরের প্রতি কোমল। তুমি তাদের রুকূরত ও সিজদারত দেখতে পাবে। তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি চায়। সিজদার প্রভাবে তাদের চেহারায় তাদের (পরিচয়ের) লক্ষণাবলী রয়েছে। এ হলো তাদের দৃষ্টান্ত যা তওরাতে আছে। আর ইঞ্জিলে এদের উপমা হলো এক শস্যক্ষেতের ন্যায়, যাতে প্রথমত: অঙ্কুরোদগম হয়, পরে তা সুদৃঢ় হয় এবং পরিপুষ্ট হয়ে যায় এবং নিজ কান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে

مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝٢٩

যায়। এটি (ক্ষেত) কৃষককে আনন্দিত করে যার ফলে অস্বীকারকারীরা (মুমেনদের দেখে) ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাদের মাঝ থেকে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৩-সূরা আলে-ইমরান ঃ ৩২-৩৩

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩২। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবেসে থাকলে আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ্ও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৩৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্ ও এই রসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে তাহলে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ অস্বীকারকারীদের পছন্দ করেন না।

৫-সূরা আল্-মায়েদা ঃ ৬৮

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۭ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ۭ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৬৮। হে রসূল! তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা (মানুষের কাছে ভালোভাবে) পৌঁছে দাও। আর তা না করলে তুমি (যেন) তাঁর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বই পালন করলে না। আর আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের (কবল) থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অস্বীকারকারীদের হেদায়াত দেননা।

ইবাদত (উপাসনা)

নামায ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয়। প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার একত্বের প্রতি ঈমান আনা। নামায হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম, যা দ্বারা কেউ তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং সুদৃঢ় করতে পারে এবং নিজেকে তাঁর নিকট উপনীত করতে পারে। এটি একটি সচল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'লা শোনেন এবং প্রার্থনার উত্তর দেন। ইসলামী ধারণামতে প্রার্থনা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার কৃপা, দয়া ও ক্ষমতার প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস রেখে তাঁর ঐশী মহিমার সম্মুখে সরাসরি ও ঐকান্তিকভাবে আত্মার অবিরাম আকুতি নিবেদন। ইবাদতে মানুষ এবং তার স্রষ্টার মধ্যে কোন প্রকার মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না।

ইবাদত (উপাসনা)

৯৮-সূরা আল্-বাইয়্যিনাহ্ ঃ ৬

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝

৬। অথচ তাদের কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠভাবে সদা অবনত হয়ে থাকতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত দিতে আদেশ দেয়া হয়েছিল। আর এ হলো চিরস্থায়ী ধর্ম।

৫১-সূরা আল্-যারিয়াত ঃ ৫৭

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝

৫৭। আর আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।

১৭-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯-৮০

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۭ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝

৭৯। সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে রাতের আঁধার ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত তুমি নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পড়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ কর। নিশ্চয় প্রভাতে কুরআন পাঠ এমন (একটি বিষয়) যে, এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়।

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

৮০। আর রাতের এক অংশেও ওঠে এ (কুরআন পাঠের) মাধ্যমে তুমি তাহাজ্জুদ পড়। এটা হবে তোমার জন্য নফল (অর্থাৎ অতিরিক্ত অনুগ্রহ)-স্বরূপ। এটা প্রত্যাশিত যে, তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবেন।

২-সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ২৩৯

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۤ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝

২৩৯। তোমরা সব নামায, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযকে সুরক্ষিত কর এবং আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে দণ্ডায়মান হও।

রোযা

পবিত্র কুরআনে চান্দ্রমাস রমযানে সুবেহ্ সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখার বিধান দেয়া হয়েছে। এটি এমন একটি সাধনা, যা ধর্মপরায়ণতা বৃদ্ধি করে এবং একজন সাধকের জন্য আধ্যাত্মিক উচ্চ মার্গের সোপানসমূহ অতিক্রম করা সহজসাধ্য করে। রোযাদার ব্যক্তি ঐশী অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয় এবং সেগুলোকে যথাযথভাবে কাজে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে রোযা তাকে সাহায্য করে।

রোযা

২-সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ১৮৪-১৮৫

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾

১৮৪। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য সেভাবে রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করা হলো যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۭ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۭ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾

১৮৫। (তোমরা রোযা রাখবে) নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র। তবে তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ বা সফরে আছে তার ক্ষেত্রে অন্যান্য দিনে (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করা বিধেয়। আর যারা এর (অর্থাৎ রোযা রাখার) সামর্থ্য রাখে না তাদের জন্যে 'ফিদিয়া' (রূপে) একজন দরিদ্রকে খাওয়ানো (বাধ্যতামূলক করা) হলো। অতএব যে স্বেচ্ছায় ভালোকাজ করে তা অবশ্যই তার জন্য উত্তম। আর তোমরা যদি জানতে (তাহলে বুঝতে পারতে) রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম।

আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানী

কুর্‌আন করীম কর্তৃক সঞ্চিত সম্পদের উপর ধার্যকৃত অংশ প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়। যাকাত নামকরণের মধ্যেই এর উদ্দেশ্য নির্দেশিত হয়েছে। কারণ যাকাত শব্দের অর্থ যা পবিত্র করে এবং বৃদ্ধি করে এবং এটা দ্বারা সকল সম্পদ হতে গোটা সম্প্রদায়ের প্রাপ্য হিস্‌সাকে পৃথক করে দিয়ে বাকি সম্পদকে ভোগাধিকারীদের জন্য পবিত্র করা হয় এবং যাকাতলব্ধ অর্থ জাতির সেবায় বিনিয়োগ করে জাতীয় কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়। যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। ইসলাম একের প্রতি অপরের যে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে, এতে তার গুরুত্ব ও আবশ্যকতার প্রতিফলন ঘটেছে।

আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানী

২-সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ৪৪

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং খাঁটি উপাসকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উপাসনায় নিমগ্ন হও।

৩০-সূরা আল্-রূম ঃ ৩৯

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। অতএব তুমি নিকটাত্মীয়, অভাবী এবং মুসাফিরকেও তার ন্যায্য পাওনা দাও। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চায় এটা তাদের জন্য উত্তম। আর এরাই সফল হবে।

৫১-সূরা আল্-যারিয়াত ঃ ২০

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾

২০। আর তাদের ধন-সম্পদের একটি অংশে ভিক্ষুক ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার রয়েছে।

৭০-সূরা আল্-মা'আরিজ ঃ ২৫-২৬

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿٢٤﴾

২৫। আর যাদের ধন-সম্পদে অধিকার নির্ধারিত আছে–

لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿٢٥﴾

২৬। ভিক্ষুকদের জন্য এবং অভাবীদের জন্য, যারা ভিক্ষা করেনা।

৯-সূরা আত্-তাওবাহ্ ঃ ৬০

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

৬০। 'সদকা' কেবল অভাবী, অসহায় এবং এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রাপ্য। আর (এ সদকার অর্থ তাদেরও প্রাপ্য) যাদের অন্তরকে ধর্মের প্রতি অনুরাগী করা প্রয়োজন। আর দাস-মুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের (ঋণমুক্তির জন্য) এবং আল্লাহ্‌র পথে সাধারণ ব্যয় নির্বাহ ও মুসাফিরদের জন্যও (এ সদকার অর্থ খরচ করা যাবে)। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানী

২-সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ২৫৫

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ۭ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

২৫৫। হে যারা ঈমান এনেছ! আমরা তোমাদের যা দিয়েছি সে দিন আসার পূর্বে তা থেকে খরচ কর যেদিন কোন রকম ব্যবসাবাণিজ্য, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ চলবে না। বস্তুত কাফিররাই যালিম।

২-সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ২৬২-২৬৩

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۭ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

২৬২। যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত সেই শস্যবীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' শস্যদানা থাকে। আর আল্লাহ্ যার জন্য চান (এর চাইতেও) বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী সর্বজ্ঞ।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

২৬৩। যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে এবং এরপর তারা যা খরচ করেছে সে অনুগ্রহের কোন খোঁটা দেয়না এবং কষ্টও দেয়না তাদের প্রতিদান তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে নির্ধারিত। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা উদ্বিগ্নও হবেনা।

২-সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ২৬৬

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاۗءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

২৬৬। আর যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের প্রত্যাশা এবং নিজেদের দৃঢ়তার জন্য ধন সম্পদ খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত উঁচু জায়গায় অবস্থিত সেই বাগানের ন্যায়, যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে তা দ্বিগুন ফল উৎপন্ন করে। আর যদি এতে প্রবল বৃষ্টিপাত না হয়, তা হলে অল্প বৃষ্টিই যথেষ্ট। আর তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ্ তার সবকিছুই দেখেন।

আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবাণী

২-সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ২৭৫

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّ
عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

২৭৫। যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে এবং দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে তাদের পুরস্কার তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে নির্ধারিত। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা উৎকণ্ঠিতও হবেনা।

৪৭-সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৯

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ
فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ
نَّفْسِهٖ ۚ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا
يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ۝

৩৯। দেখ! আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার জন্য তোমাদেরই ডাকা হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের মাঝে কৃপণ লোকও রয়েছে। অথচ যে কার্পণ্য করে সে নিশ্চয় নিজের বিরুদ্ধেই কার্পণ্য করে থাকে। আল্লাহ্ ঐশ্বর্যশালী এবং তোমরা মুখাপেক্ষী। তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে তিনি তোমাদের স্থলে অন্য এক জাতিকে নিয়ে আসবেন। আর তারা তোমাদের মতো হবেনা।

হজ্জ ও কা'বা শরীফ

জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কা শরীফে গিয়ে হজ্জ করবার জন্য আল্ কুরআন সকল মুসলমানকে নির্দেশ দেয়, যদি তাদের সামর্থ্য থাকে এবং ভ্রমণের নিরাপত্তা থাকে। হজের কেন্দ্র হল কা'বা শরীফ, যা কুরআন মোতাবেক আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নির্মিত প্রথম গৃহ। মুসলমানদের মনে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা হজ্জের উদ্দেশ্য এবং কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে হজ্জযাত্রীদের হৃদয়ে এটা অংকিত করে দেয়া যে, আল্লাহ্ তা'লাই তাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।

হজ্জ ও কা'বা শরীফ

২২-সূরা আল্-হাজ্জ্ ঃ ২৬-৩০

২৬। যারা অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র পথ আর মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত সেই মসজিদুল হারামের পথে মানুষকে বাধা দেয় যেখানে (আল্লাহ্‌র জন্য) অবস্থানকারী ও মরুবাসী (সবাই) সমান এবং যে-ই যুলুম করার মাধ্যমে এ (মসজিদুল হারামে) বক্রতা সৃষ্টির চেষ্টা করবে নিশ্চয় আমরা তাদের (সবাইকে) যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ ভোগ করাবো।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

২৭। আর (স্মরণ কর) আমরা যখন ইব্‌রাহীমের জন্য (কা'বা) গৃহের স্থান (এ কথা বলে) বানিয়েছিলাম, 'কারো সাথে আমাকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে তাদের জন্য পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখ, যারা এতে তাওয়াফ করবে, (নামাযে) দাঁড়াবে, রুকূ করবে, সিজদা করবে।'

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾

২৮। 'আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার কাছে পায়ে হেঁটে আসবে এবং এমনসব শীর্নকায় (হয়ে পড়া) উটের চড়ে আসবে, যেগুলো সব ধরনের গভীর পথ পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছুবে।

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

২৯। যাতে তারা তাদের জন্য নির্ধারিত কল্যাণরাজি অবলোকন করতে পারে এবং গবাদিপশু হিসেবে তিনি তাদের যা দান করেছেন, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে সেগুলো আল্লাহ্‌র নাম দিয়ে জবাই করে। সুতরাং এ থেকে তোমরা (নিজেরাও) খাও এবং দুর্গত ও অভাবগ্রস্তদেরও আহার করাও।

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٢٩﴾

৩০। এরপর তারা যেন নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ সম্পন্ন করে, নিজেদের মানত পূর্ণ করে এবং এ প্রাচীন গৃহটি প্রদক্ষিণ করে।

৩-সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯৮

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। এতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী। এটি ইব্রাহীমের মর্যাদা (নির্দেশক)। আর এতে যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। আর আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ করা মানুষের জন্য ফরয, (অর্থাৎ তাদের জন্য) যারা সে (ঘর) পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে অস্বীকার করে (সে যেন স্মরণ রাখে) আল্লাহ্ (মোটেই) বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।

২-সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ১৯৮

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

১৯৮। হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত। অতএব, যে এতে হজ্জের সংকল্প করে সেক্ষেত্রে হজ্জের সময় কোন প্রকার অশ্লীল কথাবার্তা, কোন অবাধ্যতা ও কোন কলহ-বিবাদ (বৈধ) নয়। আর তোমরা যে পুণ্য কাজই করবে তা আল্লাহ্ জেনে যাবেন। আর তোমরা পাথেয় নিও। নিশ্চয় তাক্ওয়াই হলো সর্বোত্তম পাথেয়। অতএব হে বুদ্ধিমানগণ! তোমরা আমারই তাক্ওয়া অবলম্বন কর।

সমগ্র মানব জাতির নিকট পবিত্র বাণীর প্রচার

আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাতে গিয়ে এমন প্রতিটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ধ্যান-ধারণাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। স্মরণ রাখতে হবে যে উদ্দেশ্য কেবলমাত্র একটাই, যেন সেই ব্যক্তি ঐশী আহ্বান উপলব্ধি করে এবং সাড়া দেয়। হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারূন (আঃ) এর প্রতি প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মধ্যে ফেরাউনকে বোঝাবার ও সতর্ক করবার যে নীতি-পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে তাতেই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে।

সমগ্র মানবজাতির নিকট পবিত্র বাণীর প্রচার

৪১-সূরা হা-মীম আস্ সাজদা ঃ ৩৪-৩৬

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। আর কথা বলার ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভূক্ত?'

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫। আর ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। যা সবচেয়ে উত্তম তা দিয়ে তুমি (মন্দকে) প্রতিহত কর। তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অচিরেই (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٦﴾

৩৬। কিন্তু ধৈর্যশীল ছাড়া আর কাউকে এ (মর্যাদা) দান করা হয় না। আর যে (মহত্তের) এক বড় অংশের অধিকারী হয়েছে তাকে ছাড়া আর কাউকে এ (মর্যাদা) দান করা হয়না।

১৬-সূরা আল্-নাহ্‌ল ঃ ১২৬-১২৯

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। তুমি প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর। আর তুমি সর্বোত্তম যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই তাদের সবচেয়ে ভাল জানেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। আর তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদেরও সবচেয়ে ভালো জানেন।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۭ وَلَىِٕنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। আর তোমরা (অত্যাচারীদের) শাস্তি দিতে চাইলে ততটুকু শাস্তিই দিও যতটুকু অন্যায় অত্যাচার তোমাদের ওপর করা হয়েছে। আর তোমরা যদি ধৈর্য্য ধারণ কর তাহলে অবশ্যই তা হবে ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। আর তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর। এবং তোমার ধৈর্যধারণ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। আর তুমি তাদের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মুষড়ে পড়ো না।

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে এবং যারা সৎকর্মশীল।

৩৯-সূরা আল্-যুমার ঃ ১৮-১৯

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾

১৮। আর যারা প্রতিমা পূজা থেকে বিরত থেকেছে এবং আল্লাহ্র দিকে অবনত হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের সুসংবাদ দাও,

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٨﴾

১৯। যারা (আমাদের) কথা মন দিয়ে শোনে এবং এর উত্তম অংশের অনুসরণ করে, এরাই সেসব লোক, যাদের আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেছেন এবং এরাই হচ্ছে বুদ্ধিমান।

শিষ্টাচার, নীতিবোধ ও রীতিনীতি

আল্-কুরআন জীবনকে বরণ করার শিক্ষা দেয়, বর্জন করার বা বৈরাগ্যের শিক্ষা দেয় না। ইসলামে বৈরাগ্য ও সন্যাসবাদ বৈধ নয়। ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে জীবনযাপন করা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিনিচয়ের সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহরাজির সঠিক এবং যথাযথ ব্যবহারই জীবনের নিয়ম। এই সাধারণ জীবনবোধের আওতায় কুরআন মজীদ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বৃদ্ধি ও প্রসারকল্পে বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রদান করেছে; এবং এর উদ্দেশ্য হল মানবিক প্রবৃত্তির কল্যাণকর ও সমন্বিত বিকাশ সাধন।

শিষ্টাচার, নীতিবোধ ও রীতিনীতি

৪৯-সূরা আল্-হুজুরাত ঃ ১১-১৩

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١١﴾

১১। মু'মিনরা তো (পরস্পর) ভাই ভাই। অতএব (বিরোধ দেখা দিলে) তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করে দিও। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٢﴾

১২। হে যারা ঈমান এনেছো! (তোমাদের) কোন জাতি অন্য কোন জাতিকে উপহাস করবে না। হতে পারে তারা একে অন্যের চেয়ে উত্তম। আর নারীরাও অন্য নারীদের (উপহাস করবে) না। হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা নিজেদের লোকদের অপবাদ দিও না। আর নাম বিকৃত করে তোমরা একে অন্যকে উপহাস করো না। ঈমান (আনার) পর দুর্নামের ভাগীদার হওয়া অবশ্যই নিন্দনীয়। আর যারা অনুতাপ করেনা তারাই দুষ্কৃতকারী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

১৩। হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা বার বার সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক। (কেননা) কোন কোন সন্দেহ অবশ্যই পাপ। আর (কারও ওপর) গোয়েন্দাগিরি করোনা এবং একে অন্যের গীবত অর্থাৎ কুৎসা রটনা করোনা। তোমাদের কেউ কি নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা এটা ঘৃণা করবে। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ বার বার তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

৪-সূরা আন্-নিসা ঃ ৩৭-৩৯

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ

৩৭। আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করোনা। আর পিতামাতার সাথে সদয় আচরণ কর। আর নিকটাত্মীয়, এতীম, অভাবী, আত্মীয় প্রতিবেশী,

وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٧﴾

অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সহচর, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্তদের সাথেও (সদয় ব্যবহার কর)। নিশ্চয়ই অহংকারী ও দাম্ভিককে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না,

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٨﴾

৩৮। (অর্থাৎ) যারা নিজেরা কার্পণ্য করে এবং অন্যদেরও কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে। আর কাফিরদের জন্য আমরা এক লাঞ্ছনাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٩﴾

৩৯। আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না (তাদের পরিণতি হবে অশুভ)। আর শয়তান যার সঙ্গী হয় (তার মনে রাখা উচিত) সঙ্গী হিসেবে সে অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

১৬-সূরা আন্-নাহ্ল ঃ ৯১-৯৩

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩١﴾

৯১। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অনুগ্রহসুলভ আচরণ ও পরমাত্মীয়সুলভ দানশীলতার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, প্রকাশ্য দুষ্কর্ম ও বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩٢﴾

৯২। আর তোমরা যখন (আল্লাহ্র সাথে) অঙ্গীকার কর (তখন) তোমরা সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর। আর তোমরা আল্লাহ্কে জামিনরূপে গ্রহণ করে শপথ পাকাপোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ
أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩। আর তোমরা সেই মহিলার মতো হয়ো না, যে মজবুত করে পাকানোর পর তার সূতা টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলো। একটি জাতি অপরটির চেয়ে সমৃদ্ধশালী হয়ে যায় (এই ভয়ে) তোমরা নিজেদের মাঝে তোমাদের শপথকে প্রতারণার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছো। নিশ্চয় আল্লাহ্ এর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করেন। আর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করতে আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে সে বিষয় অবশ্যই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবেন।

৪-সূরা আন্-নিসা ঃ ১৩৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ
يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

১৩৬। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সে (সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা বা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। (যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে) সে ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক আল্লাহ্ই উভয়ের সর্বোত্তম অভিভাবক। অতএব তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যাতে তোমরা ন্যায়বিচার করতে (সক্ষম) হও। আর তোমরা যদি বক্রতা অবলম্বন কর অথবা (সত্যকে) এড়িয়ে যাও তাহলে (মনে রেখ) তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয় পুরোপুরি অবহিত।

৪-সূরা আন্-নিসা ঃ ১৪৯-১৫০

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا
مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

১৪৯। প্রকাশ্যে মন্দ কথা বলা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, তবে যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তার কথা ভিন্ন। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

১৫০। তোমরা যদি কোন পুণ্যকর্ম প্রকাশ কর বা তা গোপন কর অথবা কোন দোষ মার্জনা কর তাহলে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী (ও) সর্বশক্তিমান।

শিষ্টাচার, নীতিবোধ ও রীতিনীতি

৫-সূরা আল্-মায়েদা ঃ ৯-১১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۭ اِعْدِلُوْا ۣ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

৯। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন কখনো অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায়বিচার কর। এ (কাজটি) তাক্ওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী। আর আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ অবহিত।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

১০। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (যে) তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

১১। আর যারা অস্বীকার করেছে এবং আমাদের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই (হলো) জাহান্নামের অধিবাসী।

১৭-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২-৩৯

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۭ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۝

৩২। আর দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরাই তাদের এবং তোমাদেরও রিযক দেই। তাদের হত্যা করা নিশ্চয় মহাপাপ।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا ۝

৩৩। আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয় এটা প্রকাশ্য অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত মন্দ পথ।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ۝

৩৪। আর যাকে (হত্যা করতে) আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন তাকে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করো না। আর যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় আমরা তার উত্তরাধিকারীকে (প্রতিশোধ নেয়ার) পূর্ণ অধিকার দিয়েছি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿٣٤﴾

৩৫। আর তোমরা (এতীমদের অধিকার সংরক্ষণের) সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন না করে তার ধন-সম্পদের কাছেও যেও না, এমনকি সে বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্তও (তার ধন-সম্পদের কাছে যেও না) এবং তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (কেননা) অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾

৩৬। আর মেপে দেয়ার সময় তোমরা পূর্ণ মাপ দিও এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। এটাই উত্তম এবং পরিণামের দিক থেকে সবচেয়ে ভাল।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿٣٦﴾

৩৭। আর যে বিষয় তোমার জানা নেই সে বিষয়ে কোন অবস্থান নিও না। নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয়–এগুলোর প্রত্যেকটি সম্বন্ধে (তোমাকে) জিজ্ঞাসা করা হবে।

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٧﴾

৩৮। আর পৃথিবীতে দম্ভভরে চলো না, কেননা তুমি কখনও পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় পর্বতসমও হ'তে পারবে না।

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾

৩৯। এগুলোর মধ্যে প্রতিটি মন্দ আচরণই তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি

ইসলামী অর্থনীতির মূল কথা হল সব কিছুর নিরঙ্কুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার এবং ব্যক্তির আইনানুগ মালিকানা স্বত্ব অর্থাৎ দখলী স্বত্ব, সম্পত্তির ভোগ এবং হস্তান্তর ইসলামে স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত। কিন্তু যাবতীয় মালিকানা এ নৈতিক বাধ্যবাধকতার আওতাভুক্ত যে, সমাজের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোকের একটি বৈধ অংশীদারিত্ব রয়েছে, এ দায়-দায়িত্বকে আংশিকভাবে আইনের রূপ দান করা হয়েছে, এবং আইনানুগভাবে কার্যকরী করা হয়েছে।

তবে এর বাদবাকী সবটাই যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে সংশ্লিষ্ট সকলেই সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কল্যাণ লাভে সমর্থ হয় তার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি

২০-সূরা তাহা ঃ ১১৭-১২০

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿۱۱۶﴾

১১৭। (স্মরণ কর) আমরা যখন ফিরিশ্‌তাদের বলেছিলাম, 'তোমরা আদমের জন্য সিজদাবনত হও, তখন ইবলীস ছাড়া তাদের সবাই সিজদা করলো। সে অমান্য করলো।

فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿۱۱۷﴾

১১৮। তখন আমরা বললাম, 'হে আদম! নিশ্চয় এ (ইবলীস) হলো তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন এ বাগান থেকে তোমাদের কখনো বের করে না দেয়। অন্যথায় তুমি দুঃখকষ্টে নিপতিত হবে।

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿۱۱۸﴾

১১৯। নিশ্চয় তোমার জন্য এতে ক্ষুধার্ত না থাকা এবং নগ্ন না থাকা নির্ধারিত।

وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿۱۱۹﴾

১২০। এবং এতে তোমার তৃষ্ণার্ত না থাকা এবং রোদে না পোড়া (নির্ধারিত)।

২-সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ১৮৯

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۸﴾

১৮৯। আর তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে নিজেদের মাঝে ভাগাভাগি করো না, এবং তোমরা জেনেশুনে মানুষের ধন-সম্পদের এক অংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করোনা।

৪-সূরা আন্-নিসা ঃ ৩০

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿۲۹﴾

৩০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ পরস্পরের মাঝে (ভাগাভাগি করে) অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (অর্থ উপার্জন করা) বৈধ। আর তোমরা (অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে) নিজেদের হত্যা করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়াময়।

জিহাদ–আল্লাহ্‌র পথে চরম প্রচেষ্টা

جهاد (জিহাদ) অর্থ অবাঞ্ছিত ও নিন্দনীয় কোন কিছুর বিরুদ্ধে যথাসাধ্য সংগ্রাম করা। এটা তিন প্রকার, যথা (১) প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে (২) শয়তানের বিরুদ্ধে (৩) নিজের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে।

আল্-কুরআন এ শিক্ষা দেয় যে, যুদ্ধ বাঁধলে তা এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যেন জান ও মালের যথাসম্ভব কম ক্ষতি সাধিত হয়, এবং যত শীঘ্র সম্ভব শত্রুতার অবসান ঘটে।

জিহাদ-আল্লাহ্‌র পথে চরম প্রচেষ্টা

২২ সূরা আল্-হাজ্জ্ ঃ ৪০-৪১

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৪০। যাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাদের (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

৪১। (অর্থাৎ) সেসব লোককে যাদের নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে তারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক'। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি মানুষের একদলকে আর এক দল দিয়ে প্রতিহত না করা হতো তাহলে সাধুসন্যাসীদের মঠ, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ধ্বংস করে দেয়া হতো এবং মসজিদসমূহও, যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয় (তা ধ্বংস করে দেয়া হতো)। আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে তাঁকে (ধর্মের পথে) সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা শক্তিধর, মহা পরাক্রমশালী।

৬০ সূরা আল্-মুমতাহিনা ঃ ৯-১০

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

৯। ধর্মীয় (মতপার্থক্যের) দরুন যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে তোমাদের বের করে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেননি। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন।

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

১০। আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা ধর্মীয় (মতপার্থক্যের) দরুন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে তোমাদের বের করে দিয়েছে এবং তোমাদের বের করে দিতে একে অন্যকে সাহায্য করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালেম।

জিহাদ-আল্লাহ্‌র পথে চরম প্রচেষ্টা

৬১ সূরা আস্-সাফ্‌ফ ঃ ১১-১২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿١١﴾

১১। হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! আমি কি তোমাদের এরূপ এক বাণিজ্য সম্পর্কে অবহিত করবো যা এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে তোমাদের রক্ষা করবে?

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢﴾

১২। (তা হলো) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা (তা) জানতে।

২৯ সূরা আল্-আনকাবূত ঃ ৭০

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। আর যারা আমাদের উদ্দেশ্যে সাধ্যসাধনা করে নিশ্চয় আমরা আমাদের পথে তাদের পরিচালিত করবো। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।

৯ সূরা আত্-তাওবাহ্ ঃ ১১১

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۭ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۣ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۭ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١١﴾

১১১। জান্নাতের (প্রতিশ্রুতির) বিনিময়ে নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও তাদের ধন-সম্পদ কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে হয় (শত্রুকে) হত্যা করে, নয়তো তারা (শত্রুর হাতে) নিহত হয়। এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা তাঁরই দায়িত্ব যা তওরাত, ইন্‌জীল এবং কুরআনে (বর্ণিত) আছে। আর নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত আর কে আছে? অতএব তোমরা তাঁর সাথে যে ব্যবসা করছো তাতে আনন্দিত হও। আর এ-ই হলো মহা সফলতা।

জিহাদ-আল্লাহ্‌র পথে চরম প্রচেষ্টা

৯ সূরা আত্-তাওবাহ্ ঃ ২০

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝٢٠

২০। যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, নিজেদের ধন-সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অনেক বড় মর্যাদার আসনে সমাসীন। আর এরাই সফল হবে।

৪ সূরা আন্-নিসা ঃ ৯৬

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۗ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۗ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝٩٥

৯৬। রোগাক্রান্ত না হয়েও (বাড়ীতে) বসে থাকা মু'মিন এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রামকারী (মু'মিন) কখনো সমান নয়। ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রামকারীদের আল্লাহ্ (বাড়ীতে) বসে থাকা লোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ্ কল্যাণেরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ্ সংগ্রামকারীদের এক মহা পুরস্কার দিয়ে বাড়ীতে বসে থাকা লোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।

মু'মিনের গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছে, তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, এবং এটা জোর দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ্ তাআলা বার বার ওহী-ইলহামের মাধ্যমে তাঁর বাণী নাযিল করেছেন। যদি আল্লাহ্ নবী রসূলদের এবং তাঁদের অনুসারীদের মাধ্যমে তাঁর গুণাবলীর প্রকাশ বন্ধ করে দিতেন, তা হলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপর দৃঢ় বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে যেত। সুতরাং এটা একান্ত আবশ্যক যে, যতদিন মানব জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে ততদিন অন্ততঃ কিছু সংখ্যক লোকের উপর ঐশী বাণী বা ওহী-ইলহাম অবতীর্ণ হওয়ার ধারা অব্যাহত থাকবে।

মু'মিনের গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

২৫ সূরা আল্-ফুরক্বান ঃ ৬৯-৭৮

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٨﴾

৬৯। এবং (মুমিন তারা) যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না এবং আল্লাহ্ যাকে (হত্যা করা) হারাম করেছেন এমন কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারও করে না এবং যে-ই এরূপ করবে সে পাপের শাস্তির সম্মুখীন হবে।

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

৭০। কিয়ামতের দিন তার জন্য আযাব বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং সেখানে সে লাঞ্ছিত অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকবে।

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾

৭১। কিন্তু যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তার কথা ভিন্ন। অতএব এরাই সেসব লোক যাদের মন্দ কাজগুলো আল্লাহ্ উত্তম কাজে বদলে দেবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) পরম দয়াময়।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

৭২। আর যে ব্যক্তি তওবা করে এবং সৎকাজ করে নিশ্চয় সে তওবার (মাধ্যমে) পুরোপুরি আল্লাহ্‌র প্রতি অবনত হয়।

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

৭৩। আর (তারাও রহমান প্রভুর বান্দা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অবাঞ্ছিত বিষয়ের সম্মুখীন হয় তখন তারা গাম্ভীর্যের সাথে পাশ কাটিয়ে যায়,

وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আয়াতসমূহের প্রতি বধির ও অন্ধের ন্যায় আচরণ করে না যখন তাদের (এগুলো) স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়,

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾

৭৫। এবং যারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে আমাদের চোখ জুড়ানোর (উপকরণ) দান কর এবং আমাদের (প্রত্যেককে) মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দাও,'

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾

৭৬। এরাই সেসব লোক, যাদের (জান্নাতে) উঁচু মর্যাদা দান করা হবে, কারণ তারা ধৈর্যশীল ছিল। আর সেখানে অভিবাদন ও শান্তির বাণীর মাধ্যমে তাদের বরণ করা হবে।

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾

৭৭। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অস্থায়ী নিবাস হিসেবে এবং স্থায়ী নিবাস হিসেবেও তা অতি উত্তম।

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

৭৮। তুমি বল, 'তোমরা যদি দোয়া না কর তাহলে আমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের মোটেও গ্রাহ্য করবেন না। যেহেতু তোমরা (এ বাণীকে) প্রত্যাখ্যান করেছো, কাজেই এর শাস্তি অবশ্যই অঙ্গাঙ্গীভাবে তোমাদের সাথে থাকবে।

২৩ সূরা আল্-মু'মিনূন ঃ ২-১২

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

২। মু'মিনরা নিশ্চয় সফল হয়েছে,

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

৩। যারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

৪। এবং যারা বৃথা বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়,

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

৫। এবং যারা (নিয়মিত) যাকাত দেয়

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

৬। এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে,

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

৭। তবে নিজেদের স্ত্রী কিংবা নিজেদের অধিকারভুক্তদের ক্ষেত্রে এটা (প্রযোজ্য) নয়। এ জন্য নিশ্চয় তারা তিরস্কৃত হবে না।

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

৮। কিন্তু যারা এ থেকে সরে গিয়ে অন্য (কোন পথ অবলম্বন করতে) চায়, তারাই সীমা লঙ্ঘনকারী।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ﴿٨﴾

৯। আর যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি যত্নবান

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩﴾

১০। এবং যারা অধ্যবসায়ের সাথে নিজেদের নামাযের তত্ত্বাবধান করে,

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۙ﴿١٠﴾

১১। এরাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী,

الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١﴾

১২। যারা হবে ফেরদৌসের উত্তরাধিকারী। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে।

নর ও নারীর অধিকার

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে শ্রেণী হিসাবে নারী জাতির কোন লিখিত বা বিধিগত সামাজিক মর্যাদা ছিল না। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা এ ব্যাপারে ঐশী নির্দেশাবলীর দ্বারা একটা যথার্থ ব্যবস্থা দান করেছে। এটা নারী জাতির অধিকার সম্পূর্ণ সংরক্ষণ করেছে, আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে তাদের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে, তাদের সম্পত্তির মালিকানা দিয়েছে, এবং তাদের যাবতীয় দায়িত্ব ও অধিকার ঐশী বিধানের অঙ্গীভূত করেছে।

নর ও নারীর অধিকার

১৬ সূরা আন্-নাহ্‌ল ঃ ৯৮

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। পুরুষ বা নারীর মাঝে যে-ই মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করবে আমরা নিশ্চয়ই তাকে এক পবিত্র জীবন দান করবো। আর আমরা তাদের সবচেয়ে উত্তম কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেবো।

৪ সূরা আন্-নিসা ঃ ১২৫

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾

১২৫। আর পুরুষ হোক বা নারী, যে-ই মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুর বীজের ছিদ্র পরিমাণও অবিচার করা হবে না।

৩৩ সূরা আল্-আহ্‌যাব ঃ ৩৬

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

৩৬। মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও হেফাজতকারী নারী এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী, এদের সবার জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৪০ সূরা আল্-মু'মিন ঃ ৪১

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

৪১। যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে তাকে কেবল তদনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে। আর পুরুষ ও নারীর মাঝে যারা মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করবে এরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের অঢেল রিয্‌ক দান করা হবে।

সুদ সম্বন্ধীয় নিষেধাজ্ঞা

আল্-কুরআনে সুদ প্রসংগে যে শব্দ ব্যবহার হয়েছে, তা হল 'রিবা', যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রচলিত সুদ শব্দের সাথে সামঞ্জস্য-পূর্ণ নয়। 'রবা' নিষিদ্ধ, কেননা এটা সামান্য সংখ্যক লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত করার সুযোগ সৃষ্টি করে, এবং অপর সকলের হিত সাধন করার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। যে সমস্ত ঋণের উপর সুদ ধার্য করা হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ঋণদাতা কার্যতঃ অপরের দুঃখ-দৈন্যের সুযোগ গ্রহণ করে এবং লাভবান হয়। এ জন্য সুদকে ইসলামে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সুদ সম্বন্ধীয় নিষেধাজ্ঞা

২ সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ২৭৬-২৮২

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۭ فَمَنْ جَاۗءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۭ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৭৬। যারা সুদ খায় তারা সেভাবেই দাঁড়ায় যেভাবে সে ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান স্পর্শ করে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। এর কারণ হলো, তারা বলে, 'ব্যবসা বাণিজ্য সুদেরই মত'। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসা বাণিজ্যকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে করেছেন অবৈধ। সুতরাং যার কাছে তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসে যায় এবং সে বিরত হয়, সেক্ষেত্রে অতীতে সে যে (লেনদেন) করেছে, তা তারই থাকবে এবং তার বিষয়টি আল্লাহ্র হাতে। আর যারা পুনরায় এ (কাজটি) করবে তারা নিশ্চয় আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝

২৭৭। আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং দানকে সমৃদ্ধ করেন। বস্তুত: আল্লাহ্ কোন মহাপাপীকে আদৌ ভালোবাসেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

২৭৮। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তাদের পুরস্কার তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

২৭৯। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। আর তোমরা যদি মু'মিন হও তাহলে সুদের কারবারের যা বকেয়া অবশিষ্ট আছে তা তোমরা ছেড়ে দাও।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝

২৮০। আর তোমরা এমনটি না করলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের নিশ্চিৎ ঘোষণা শুনে নাও। কিন্তু তোমরা (সুদ গ্রহণ করা থেকে) তওবা করলে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা কারও প্রতি যুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না।

সুদ সম্বন্ধীয় নিষেধাজ্ঞা

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

২৮১। আর যদি কোন (ঋণী ব্যক্তি) দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তাহলে তার স্বচ্ছলতা (লাভ করা) পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে। আর তোমরা যদি জানতে তবে তোমাদের (দেয়া ঋণ) সদকারূপে (ক্ষমা করে) দেয়াই তোমাদের জন্য উত্তম।

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

২৮২। আর তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন আল্লাহ্‌র দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা সে অর্জন করেছে তা পুরোপুরি দেয়া হবে। আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

ভবিষ্যদ্বাণী

আল্-কুরআনে প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ বহু সূরার মধ্যে কুরআন মজীদের মৌলিক শিক্ষাসমূহ এবং যথার্থতার সাক্ষ্যরূপে বিভিন্ন ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। এর কিছু আয়াত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত, শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে যেগুলোর পূর্ণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কখনও এর পূর্ণতা সংঘটিত হয় শাব্দিক অর্থে, আর কখনও বা রূপকের আকারে বা উভয় প্রকারেই। যেভাবে পূর্বে বলা হয়েছে, এ বিশেষ কিতাবের নামের মধ্যেই মহান ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যার পূর্ণতা যুগের পর যুগ পরিলক্ষিত হচ্ছে, কলমের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার যুগ প্রবর্তনের কথা প্রথম ওহীর দ্বারাই ঘোষিত হয়েছে।

ভবিষ্যদ্বাণী

৫৫ সূরা আর্-রহ্মান ঃ ২০-২১

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾

২০। তিনি দু'টি সমুদ্রকে মিলিয়ে দিয়ে উভয়কে একীভূত করবেন।

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾

২১। (বর্তমানে) উভয়ের মাঝে এক প্রতিবন্ধক রয়েছে, (যা) এরা অতিক্রম করতে পারছে না।

৫৫ সূরা আর্-রহ্মান ঃ ৩৪-৩৬

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। হে জিন ও ইনসানের দল! তোমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করার সামর্থ্য রাখলে অতিক্রম করে দেখাও। কিন্তু যথাযথ কর্তৃত্ব ছাড়া তোমরা (অতিক্রম করতে) পারবে না।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾

৩৫। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾

৩৬। তোমাদের উভয়ের ওপর ধোঁয়াবিহীন আগুনের লেলিহান শিখা এবং আগুনবিহীন ধোঁয়ার (স্তম্ভ) পাঠানো হবে। আর তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারবে না।

৮৪ সূরা আল্-ইন্শিক্বাক্ব ঃ ২-৬

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾

২। আকাশ যখন বিদীর্ণ

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾

৩। এবং আপন প্রভুর প্রতি কান পাতবে– বস্তুত: এটাই (এর জন্য) আবশ্যক করা হয়েছে।

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾

৪। আর পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾

৫। এবং যা-কিছু এতে রয়েছে সেটি তা বের করে দেবে ও শূন্য হয়ে যাবে

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾

৬। এবং তা নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি কান পাতবে। আর এটাই (এর জন্য) আবশ্যকীয় করা হয়েছে।

ভবিষ্যদ্বাণী

৮১ সূরা আত্-তাকভীর ঃ ৫

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٥﴾

৫। এবং দশমাসের গর্ভবতী উটনীগুলোকে যখন অযত্নে পরিত্যাগ করা হবে

৮১ সূরা আত্-তাকভীর ঃ ৮-১২

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٨﴾

৮। এবং (বিভিন্ন জাতির) লোকদের যখন একত্রিত করে দেয়া হবে

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٩﴾

৯। এবং জীবন্ত পুঁতে ফেলা কন্যাসন্তানদের সম্পর্কে যখন জিজ্ঞেস করা হবে,

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿١٠﴾

১০। 'কোন্ অপরাধে (তাকে) হত্যা করা হয়েছে?'

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١١﴾

১১। এবং পুস্তকপুস্তিকা যখন ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হবে (এবং) ছড়িয়ে দেয়া হবে

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١٢﴾

১২। এবং আকাশের আবরণ যখন খুলে ফেলা হবে

৯৯ সূরা আল্-যিল্যাল ঃ ২-৯

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿٢﴾

২। পৃথিবীকে যখন এর (প্রচন্ড) কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٣﴾

৩। এবং পৃথিবী এর বোঝা বের করে দেবে

وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿٤﴾

৪। তখন মানুষ বলবে, 'এর হলো কী?'

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٥﴾

৫। সেদিন এ (পৃথিবী) নিজের (সব গোপন) সংবাদ বলে দেবে।

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٦﴾

৬। কেননা তোমার প্রভু-প্রতিপালক এর প্রতি (এমনটিই) ওহী করে রেখেছেন।

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٧﴾

৭। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে একত্রিত হবে, যাতে তাদের কর্মফল তাদের দেখানো যায়।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٨﴾

৮। সুতরাং যে এক অণু পরিমাণও পুণ্য (কাজ) করেছে সে তা দেখতে পাবে।

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٩﴾

৯। আর যে এক অণু পরিমাণও মন্দ (কাজ) করেছে সে তা দেখতে পাবে।

ভবিষ্যদ্বাণী

২০ সূরা তাহা ঃ ১০৬-১০৮

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿١٠٥﴾

১০৬। আর তারা তোমাকে পাহাড়পর্বত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক এগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾

১০৭। এবং এগুলোকে তিনি (এমন) নিষ্ফলা ভূমিতে পরিণত করে ছাড়বেন

لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ﴿١٠٧﴾

১০৮। (যে) তুমি এতে কোন বক্রতা দেখবে না এবং কোন উচ্চতাও দেখবে না'।

২৭ সূরা আন্-নামল ঃ ৮৩

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩। আর তাদের বিরুদ্ধে যখন (শাস্তির) আদেশ জারী হয়ে যাবে তখন আমরা তাদের জন্য মাটি থেকে এক প্রকার কীট বের করে আনবো, যা তাদের জখম করবে। কারণ, মানুষ আমাদের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করেনি।

৭৫ সূরা আল্-কিয়ামাহ্ ঃ ৮-১০

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾

৮। তুমি (উত্তর দাও), চোখে যখন ধাঁ ধাঁ লেগে যাবে

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾

৯। এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগবে

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾

১০। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে,

প্রাকৃতিক জগত সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ

কুরআন মজীদের অনুপম বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ১৪০০ বছরের প্রাচীন কিতাব হওয়া সত্ত্বেও এতে প্রকৃতি সম্পর্কে এমন কিছুই বলা হয়নি, যা পরবর্তী গবেষণায় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বহু আয়াতে আধুনিক যুগের কথা বলা হয়েছে, তদুপরি বহু আয়াতে এমন বহু বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে যা ভবিষ্যত বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। কুরআন করীমে প্রকৃতি সম্পর্কিত অসংখ্য বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্য থেকে এখানে মাত্র কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

প্রাকৃতিক জগত সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ

২২ সূরা আল্-হাজ্জ ঃ ৬

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا
خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ
لَكُمْ ۭ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاۗءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ
مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا
يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـــًٔا ۭ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً
فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۗءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ
مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝

৬। হে মানবজাতি! তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে থাকলে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আমরা মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম, এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাটরক্ত থেকে, এরপর মাংসপিন্ড থেকে, যা বিশেষ সৃজন প্রক্রিয়া বা সাধারণ সৃজন প্রক্রিয়ায় বানানো হয়েছে, যেন আমরা তোমাদের কাছে (সৃষ্টিরহস্য) উদ্‌ঘাটন করে দেই। আর আমরা যা চাই (তা) জরায়ুতে এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত রাখি। এরপর আমরা এক শিশুরূপে তোমাদের প্রসব করাই যাতে (পরবর্তীতে) তোমরা তোমাদের পরিণত বয়সে পৌঁছে যাও। আর তোমাদের মাঝে এমন (লোকও) আছে যারা (বয়স্ক অবস্থায়) মারা যায় এবং তোমাদের মাঝে এমন (লোকও) আছে যাদের চরম বার্ধক্যে নিয়ে যাওয়া হয়। (এর ফলে) তারা জ্ঞান লাভের পর সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে। আর তুমি পৃথিবীকে নিষ্প্রাণ দেখতে পাও, এরপর আমরা যখন এর ওপর পানি বর্ষণ করি তখন তা সজীব ও স্ফীত হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেক প্রকার উদ্ভিদের সবুজ শ্যামল শোভামন্ডিত জোড়া উৎপন্ন করে।

১৬ সূরা আন্-নাহ্‌ল ঃ ৯

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۭ وَيَخْلُقُ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৯। আর (তিনি) ঘোড়া, খচ্চর, গাধা (সৃষ্টি করেছেন) যাতে করে এগুলোতে তোমরা আরোহণ করতে পার এবং (এগুলো যেন তোমাদের) শোভা বর্ধনের (কারণও হয়)। এ ছাড়া তিনি (তোমাদের জন্য) আরও (যানবাহন) সৃষ্টি করবেন যা তোমরা এখনো জান না।

প্রাকৃতিক জগত সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ

৬৭ সূরা আল্-মূল্ক ঃ ২-৪

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۙ﴿٢﴾

২। পরম কল্যাণের অধিকারী তিনিই সাব্যস্ত হলেন যাঁর হাতে রয়েছে সব আধিপত্য। আর তিনিই সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿٢﴾

৩। তিনিই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের মাঝে কর্মের দিক থেকে কে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম ক্ষমাশীল।

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾

৪। তিনিই সাত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি রহমান (আল্লাহ্‌র) সৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি দেখতে পাবে না। এরপর আবার তাকিয়ে দেখ, তুমি কি কোন খুঁত দেখতে পাও?

৪২ সূরা আশ্-শূরা ঃ ৩০

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَاۗبَّةٍ ۭ وَهُوَ عَلٰي جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاۗءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾

৩০। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দু'য়ের মাঝে তিনি যেসব বিচরণশীল প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন এসবই তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং যখনই তিনি চাইবেন এদের একত্রিত করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।

৬ সূরা আল্-আন'আম ঃ ৯৯

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۭ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯। আর তিনিই তোমাদের একই জীবসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি (তোমাদের জন্য) এক অস্থায়ী আবাস ও স্থায়ী নিরাপত্তার স্থান (বানিয়েছেন)। নিশ্চয় আমরা সেসব মানুষের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি যারা অনুধাবন করে।

প্রাকৃতিক জগত সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ

৪-সূরা আন্-নিসা ঃ ২

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝

২। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক। আর তোমরা (বিশেষভাবে) রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তার ক্ষেত্রে (তাক্ওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের পর্যবেক্ষক।

৩-সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاۗءُ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৭। তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে চান তোমাদের আকৃতি দান করেন। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

১৪-সূরা আল্-ইব্রাহীম ঃ ২০

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

২০। তুমি কি দেখনি, আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন? তিনি চাইলে তোমাদের সরিয়ে দিয়ে এক নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন।

২৭-সূরা আন্-নাম্ল ঃ ৮৯

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۭ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۭ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۝

৮৯। আর তুমি পাহাড়পর্বত দেখে সেগুলোকে স্থির ও নিশ্চল মনে কর। অথচ মেঘের ভেসে চলার ন্যায় সেগুলো ভেসে চলছে। এটা আল্লাহ্র সৃষ্টিনৈপুণ্য, যিনি সব কিছু সুদৃঢ় করে বানিয়েছেন। তোমরা যা কর নিশ্চয় তিনি তা ভাল করেই জানেন।

আল্-কুরআনে প্রদত্ত কয়েকটি দোয়া বা প্রার্থনা

দোয়া বা প্রার্থনা আল্লাহ্ এবং পবিত্র ব্যক্তির মধ্যে একটি ইতিবাচক জীবন্ত সম্পর্ক। প্রথমে আল্লাহ্র অনুগ্রহ তাঁর বান্দাকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করে। বান্দা সকৃতজ্ঞ চিত্তে এবং সততার সাথে সাড়া দিলে আল্লাহ্ তাকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করেন। স্রষ্টা ও বান্দার এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্বকীয়তা লাভ করে, যার ফলশ্রুতিতে অসাধারণ সাফল্য অর্জিত হয়। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং সফলতা সম্বন্ধে যারা ওয়াকেবহাল, তাঁরা জানেন এবং বারংবার অভিজ্ঞতা দ্বারা জানেন যে, পূর্ণ মুমেন দোয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টিশীল ক্ষমতাসমূহ অর্জন করে থাকে।

আল্ কুরআনে প্রদত্ত কয়েকটি দোয়া বা প্রার্থনা

২ সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ১৮৭

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۶﴾

১৮৭। আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), 'নিশ্চয় আমি তাদের নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যেন তারা সঠিক পথ পায়।'

২ সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ২০২-২০৩

وَمِنْهُمْ مَّنْ یَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾

২০২। আর তাদের আরেক শ্রেণী আছে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ইহকালেও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ (দান কর)। আর আগুনের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।'

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِیْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ﴿۲۰۲﴾

২০৩। এরা যা অর্জন করেছে এর এক বড় অংশ এদের জন্য প্রতিদানরূপে (নির্ধারিত) থাকবে। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।

২ সূরা আল্-বাকারাহ্ ঃ ২৮৭

لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِیْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْكٰفِرِیْنَ ﴿۲۸۶﴾

২৮৭। আল্লাহ্ কারো ওপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না। সে যে (সৎ) কাজ করেছে তা তার জন্য (কল্যাণকর) হবে এবং সে যে (মন্দ) কাজ করেছে এর (প্রতিফল) তারই ওপর বর্তাবে। 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি তুমি আমাদের শাস্তি দিও না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ওপর এরূপ দায়িত্বভার দিওনা যেরূপ (দায়িত্বভার) তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের দিয়েছিলে। আর হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ওপর এমন বোঝা অর্পন করোনা, যা বহন করার শক্তি

আমাদের নেই। তুমি আমাদের মার্জনা কর, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক। অতএব অস্বীকারকারী লোকদের বিরুদ্ধে তুমি আমাদের সাহায্য কর।'

৩ সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯১-১৯৬

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

১৯১। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং পালাক্রমে রাত ও দিনের আগমনের মাঝে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে,

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

১৯২। যারা দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় এবং কাৎ হয়ে শোয়া অবস্থায়ও আল্লাহ্কে স্মরণ করে। আর (যারা) আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে (তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে), 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এ (মহাবিশ্ব) বৃথা সৃষ্টি করনি। তুমিই পবিত্র। অতএব তুমি আগুনের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

১৯৩। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করিয়েছ তাকে তুমি অবশ্যই লাঞ্ছিত করেছ। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

*১৯৪। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (আমাদের এই বলে) আহ্বান জানাতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের ওপর ঈমান আন'। তাই আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর। আমাদের দোষত্রুটি আমাদের থেকে দূর করে দাও। আর পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের মৃত্যু দাও।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۱۹۵﴾

১৯৫। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আর তুমি যে প্রতিশ্রুতি তোমার রসূলদের জন্য আমাদের অনুকূলে নির্ধারিত করে দিয়েছিলে (অর্থাৎ নবীদের অঙ্গীকার) তা আমাদের দান কর। আর কিয়ামতের দিন আমাদের লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি তোমার প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۶﴾

১৯৬। অতএব তাদের প্রভু-প্রতিপালক (এই বলে) তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্মকে বিনষ্ট করবো না, তা সে পুরুষ হোক বা নারীই হোক। তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব যারা হিজরত করেছে, নিজ বাড়িঘর থেকে যাদের বের করে দেয়া হয়েছে, আমার পথে যাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, নিশ্চয় আমি তাদের দোষত্রুটি তাদের কাছ থেকে দূর করে দেবো এবং নিশ্চয় আমি এমন সব জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। (এ হলো) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রতিদান। আর আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার।'

সহজে মুখস্থ করার জন্য কয়েকটি ছোট সূরা।

সূরা আল্-আস্র-১০৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৪ আয়াত ও ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। স্বত:প্রণোদিত অসীম দাতা, পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে।

وَالْعَصْرِ ②

২। যুগের কসম।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ③

৩। নিশ্চয় মানুষ এক বড় ক্ষতির মাঝে রয়েছে,

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ④

৪। সেসব লোক ছাড়া যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং (নিজে) সত্যের ওপর দৃঢ় থেকে অন্যকে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দেয় আর (নিজে) ধৈর্য ধরে অন্যকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়।

সূরা আল্-কাফিরূন-১০৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৭ আয়াত ও ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। স্বত:প্রণোদিত অসীম দাতা, পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ②

২। তুমি বল, 'হে অস্বীকারকারীরা!

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ③

৩। তোমরা যার উপাসনা কর আমি তার উপাসনা করবো না।

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ④

৪। আর আমি যার উপাসনা করি তোমরা তার উপাসনাকারী নও।

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ⑤

৫। আর তোমরা যার উপাসনা করে আসছো আমি কখনও তার উপাসক হবো না।

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ⑥

৬। আর আমি যার উপাসনা করি তোমরা তার উপাসক হবে না।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ⑦

৭। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।

সূরা আন্-নাস্র-১১০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৪ আয়াত ও ১ রুকূ

১। স্বত:প্রণোদিত অসীম দাতা, পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। আল্লাহ্র সাহায্য ও প্রতিশ্রুত বিজয় যখন আসবে

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ②

৩। এবং তুমি দলে দলে মানুষকে আল্লাহ্র ধর্মে প্রবেশ করতে দেখবে

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ③

৪। তখন তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা (ও) মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি বার বার তওবা গ্রহণকারী।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ④

সূরা আল্-ইখ্লাস-১১২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৫ আয়াত ও ১ রুকূ

১। স্বত:প্রণোদিত অসীম দাতা, পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ②

৩। আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বনির্ভরস্থল।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ③

৪। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ④

৫। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ⑤

সূরা আল্-ফালাক্ব-১১৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৬ আয়াত ও ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। স্বত:প্রণোদিত অসীম দাতা, পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ②

২। তুমি বল, 'আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই।

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ③

৩। (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ④

৪। এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ⑤

৫। এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ⑥

৬। এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।'

সূরা আন্-নাস-১১৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৭ আয়াত ও ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। স্বত:প্রণোদিত অসীম দাতা, পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ②

২। তুমি বল, 'আমি মানুষের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই,

مَلِكِ النَّاسِ ③

৩। (যিনি) মানুষের অধিপতি

اِلٰهِ النَّاسِ ④

৪। (এবং) মানুষের উপাস্য।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ⑤

৫। (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কু-প্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কু-প্ররোচনা দিয়ে সট্কে পড়ে

الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑥

৬। (এবং) যে মানুষের অন্তরে কু-প্ররোচনা দেয়,

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑦

৭। সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

Some Selected Verses

of

The Holy Quran

The Selection of the specimen verses presented in this volume was made by Hazrat Mirza Tahir Ahmad Saheb, the supreme Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community. The translation into Bengali of these selected verses relating to the basic subjects of The Holy Quran has been done by Moulvi Mohammad (Ex-National Ameer) and Moulana Abdul Aziz Sadique (Sadar Murabbi) of Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.

SELECTED VERSES OF THE HOLY QURAN

TRANSLATION INTO BANGLA LANGUAGE

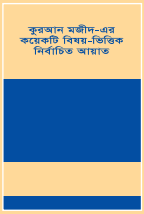

SELECTED VERSES OF THE HOLY QURAN

published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

printed by: **Intercon Associates**
56/5 Fakirerpool Bazar, Motijheel, Dhaka

ISBN 978-984-991-024-4